দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... MAR. 07 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

বোর্ডের পরীক্ষা ॥ আইন আছে, প্রয়োগ নাই

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাবলিক পরীক্ষা আইনের অনেক কিছুই মানা হইতেছে না। পাবলিক পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরাধ আইন ১৯৮০-এর কতিপয় সংশোধনী প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইন যথার্থভাবে প্রয়োগ ও মানিয়া চলার ক্ষেত্রে কাহারই কোন আন্তরিকতা নাই। সংশ্লিষ্ট বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এমনকি অভিভাবকদের অনেকের মধ্যেও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট আইন মানিয়া চলার বিষয়টি গুরুত্ব পাইতেছে না। পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ধারা-৩ এ বলা হইয়াছে, যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের পরীক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষার্থী হিসাবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন অথবা যিনি অন্যকোন ব্যক্তির নামে বা কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। পরীক্ষার ক্ষেত্রে আইনের এই ধারা অনেকটা কাগজে-কলমেই রহিয়া গিয়াছে। দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি অথবা তাহার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন যখন তখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও ছাত্রনেতৃবৃন্দ সম্মানিত অতিথির মত পরীক্ষার হলে ঢুকিয়া যান। পরীক্ষায় নকল করা এবং নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে এলাকার মাস্তানদের দাপট এবং তৎপরতা সবচাইতে বেশী দেখা যায় বলিয়া কর্তব্যরত' শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের সদস্যবৃন্দ 'অহেতুক ঝামেলার' ভয়ে দায়িত্ব এড়াইয়া যান। ভুয়া পরীক্ষার্থী সাজিয়া পরীক্ষার ঘটনা ধরা পড়িলে কারাদন্ড অথবা অর্থ দন্ডের বিধান রহিয়াছে কিন্তু এই বিধান মানা হইতেছে না। একটি সূত্র জানায়, গত কয়েক বছরে শুধু ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডেই শতাধিক ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে তাহাদের অনেকেই শাস্তি পান নাই।

পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ধারা ৬ এ বলা হইয়াছে, ভুয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী ইত্যাদি প্রদান এবং গ্রহণকারী ৪ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড পাইবেন অথবা অর্থদন্ড প্রদান করিবেন। বোর্ডের পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতি বছরই এই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের কোন নজির স্থাপন করা হয় নাই। পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ধারা-৯এ বলা হইয়াছে- যিনি কোন পরীক্ষার্থীকে কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোন পৃষ্ঠা কিংবা উহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করেন অথবা মৌখিকভাবে বা কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য বলিয়া দিয়া সহায়তা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। পরীক্ষার ক্ষেত্রে আইনের এই ধারারও যথার্থ প্রয়োগ হইতেছে না। পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ধারা ১১ এ বলা হইয়াছে, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে বাধাদান করেন অথবা পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। আইনের এই ধারা সবচাইতে বেশী উপেক্ষিত হইতেছে।

বোর্ডের পরীক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের ভূমিকা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। এইবার পরীক্ষা শুরুর পূর্বে ৫টি বোর্ডের পক্ষ হইতে কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছেঃ পরীক্ষার হলে নকল রোধের প্রাথমিক দায়িত্ব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের। কোন কোন ক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শকগণের কর্তব্যে শৈথিল্য ও দায়িত্বহীনতা সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হইয়া দাড়ায় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলপ্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রকর্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পরিদর্শকগণকে পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। বোর্ডসমূহের এই পরামর্শও কোন কাজে আসিতেছে না। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ নকল সরবরাহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। গত ৩দিনে দেশের